কুষ্টিয়ায় জাতীয় গ্রন্থগার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণ

‘গ্রন্থাগারে বই পড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি’-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে কুষ্টিয়ায় জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তিনি বলেন, প্রতিটি বইয়ের পাতায় পাতায় আনন্দ ছড়িয়ে আছে। এ আনন্দ খুঁজে নিতে পারলে আলোকিত মানুষ হওয়া সম্ভব। আর আলোকিত মানুষরাই সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই বই পড়ার সংস্কৃতিকে আরো শাণিত করতে হবে। তাই বেশি বেশি করে বই পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেন তিনি।

সরকারি গণগ্রন্থাগারের সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মুনমুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক জুবায়ের, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পার্থ প্রতীম শীলসহ অন্যান্যরা।

এ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়। এর আগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অনুষ্ঠানস্থলে এসে শেষ হয়।

তানভীর আলাদিনের ব্যতিক্রম প্রেমের উপন্যাস ‘মাথিয়ারার মেয়ে’

অহেতুক ভয় পাওয়া সমস্যার নাম ‘মনোফোবিয়া’। এটিকে আমলে না নেয়া এক জটিল সমস্যা। এই সমস্যার কারনে অনেক যোগ্য ও মেধাবী তার গন্তব্যে পৌছাতে গিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েন। মনোফোবিয়াকেও জয় করা যায়, যদি সঙ্গী হিসেবে ‘নেহা কাজি’র মতো সাহসী কেউ পাশে থাকেন…।

বাসসের সাংবাদিক তানভীর আলাদিনের নতুন উপন্যাস ‘মাথিয়ারার মেয়ে’র অন্যতম একটি চরিত্র হচ্ছে নেহা কাজি।তিনি মনোফোবিয়া সমস্যা দূর করার লড়াইয়ে সংশপ্তক এক যোদ্ধা।

নেহা কাজি মনে করেন- মনোফোবিয়া দূর করতে হলে প্রথমে চাই ভালোবাসা বুকে নিয়ে যুদ্ধজয়ের প্রত্যয়ী মানসিকতা। সেইসঙ্গে ভাঙতে হবে সোস্যাল ট্যাবু। সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে পরিবার ও সমাজের প্রত্যেক স্তর থেকে। অভয়ের গান শুনিয়ে দূর করতে হবে ` অহেতুক ভয়, করতে হবেই মনোফোবিয়া জয়’।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০২৪ এ সাহিত্যদেশ প্রকাশনী থেকে আসছে ‘মাথিয়ারার মেয়ে’ উপন্যাসটি (স্টল # ৩৪০ ও ৩৪১)। প্রচ্ছদ শিল্পী ফাহাদ হাসান কাজমী। উপন্যাসটির গায়ের দাম-৩০০/-টাকা।

উপন্যাসিক তানভীর আলাদিন বলেন, এক কথায় যদি বলি তাহলে বলবো- ‘মাথিয়ারার মেয়ে’ শতভাগ প্রেমের উপন্যাস। তবে গতানুগতিকতা থেকে অনেকটা ব্যাতিক্রম। আমি ঠিক জানি না, আমাদের দেশে ‘মাথিয়ারার মেয়ে’ উপন্যাসটির আগে মনোফোবিয়া সমস্যা নিয়ে কোনো উপন্যাস লেখা হয়েছে কী-না। মনোফোবিয়া নিয়ে আরো বেশি লেখা-লেখির প্রয়োজন আছে। সমস্যাটা সমাজ-সংসারে বিদ্যমান, যা একটু-একটু ভালোবাসার পরিচর্যা দিয়ে সারিয়ে তোলা সম্ভব। তিনি স্বপ্ন দেখেন- মনোফেবিয়া জয়ে ‘মাথিয়ারার মেয়ে’ নেহা কাজির মতো ভালোবাসার পরিচর্যাকারীর সংক্রমণে আক্রান্ত হোক তাবৎ বিশ্ব।

সাহিত্যদেশ’র প্রকাশনীর সত্বাধিকারী শফিক সাইফুল বলেন-‘মাথিয়ারার মেয়ে’ একটি অসাধারণ প্রকাশনা হতে যাচ্ছে। নতুনত্ব আর

গল্পগুচ্ছে সাজানো এই উপন্যাসটি পড়ে মুগ্ধতার পাশাপাশি পাঠকগণ মনে হয় সংরক্ষণেও রাখতে চাইবেন অনেকদিন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৫২৩ তম সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনির - ১৫২৩তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫২৩তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল।

স্বরচিত লেখা পাঠ করেন শহিদুল ইসলাম,হুমায়ুন কবীর,সুমন মালিক,কাজল গুনু,,আবু নাসিফ খলিল, আনছার আলী, সুমন ইকবাল,ডা. তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ। স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহয়োগী অধ্যাপক ড. মুন্সি আবু সাইফ। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল। অনুভূতি ব্যক্ত করেন ডা. হেদায়েত উল্লাহ,শেখ পিন্টু,মিনারুল ইসলাম এবং আশরাফুল ইসলাম ।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আ ফ ম সিরাজ সামজির প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

আজ সোমবার আলমডাঙ্গা ফরিদপুর গ্রামে তার নিজস্ব প্রতিষ্টান দারুল কুরান নুরানী হাফেজিয়া কওমী মাদ্রাসা কক্ষে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্টিত হয় ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার। বক্তব্য রাখেন সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি সহকারি অধ্যাপক আসিফ জাহান, সাহিত্য পরিষদের ভারপ্রপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক খ.হামিদুল ইসলাম আজম, গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি জামিরুল ইসলাম, সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার।

সাহিত্য পরিষদের সাংগাঠনিক সম্পাদক কবি গোলাম রহমান চৌধুরির উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন মওঃ আতিকুর রহমান, মওঃ মনিরুজ্জামান, মওঃ শাহাবুদ্দিন সাবু, সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রহিম, সিদ্দিকুর রহমান, কবি অহর আলী, নাহিদ হাসান, টিমুনি রহমান, অন্তর হাসানসহ মুসুল্লিগন।

বক্তাগন বলেন, কবি আ ফ ম সিরাজ সামজি একজন অভিজ্ঞ আপাদ মস্তক কবি ছিলেন, যিনি সব সময় দেশপ্রেমের কথা বলেছেন, মানুষের অধিকার পূরণ ও ন্যায্যতা নিশ্চিতের কথা বলেছেন, নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগমনের কথা বলেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেননি কখনো। আ ফ ম সিরাজ সামজি ছিলেন একজন বহুমাত্রিক মানুষ।

কুষ্টিয়ায় নাট্যগোষ্ঠীদের সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র উপহার দিলেন জেলা প্রশাসক

বাংলা সাহিত্যের অমর কথা সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন এর বাস্তুভিটা কুমারখালি উপজেলার লাহিনীপাড়ার মীর মশাররফ হোসেন নাট্যগোষ্ঠীকে সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র উপহার দেওয়া হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ এহেতেশাম রেজা চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক মনজুর হাতে এসব বাদ্যযন্ত্র তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহাবুবুল হক, আদর্শ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আলতাফ হোসেন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৫২২ তম সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের ১৫২২ তম পদধ্বনি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫২২তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, বনলতা,শহিদুল ইসলাম,হুমায়ুন কবীর,সুমন মালিক,কাজল

গুরু,এম এ মামুন,আবু নাসিফ খলিল, আনছার আলী, সুমন ইকবাল,শিনোনাম মেহেদী, খোন্দকার রোকনুজ্জামান, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।

স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহয়োগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান এবং চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ।ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা কবি ডব্লিউ বি ইয়েট’র উপর আলোচনা করেন সহযোগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল। অনুভূতি ব্যক্ত করেন ডা. হেদায়েত উল্লাহ, কাজল মাহমুদ,মতিয়ার রহমান,শেখ পিন্টু এবং হোসেন মোহাম্মদ ফারুক ।অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় ১৫২০তম সাহিত্য আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সাহিত্যের উপর তুলনামূলক আলোচনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কৃষিবিদ ড. হামিদুর রহমান। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন ড. হামিদুর রহমান, গোলাম কবীর মুকুল, জি এম জোয়ার্দ্দার, বনলতা,শহিদুল ইসলাম,আব্দুল গনি,,হুমায়ুন কবীর,শহিদুল ইসলাম, হোসেন মোহাম্মদ ফারুক,সুমন মালিক,কাজল গুরু,সুমন ইকবাল,এম এ মামুন,এম এ হামিদ,আনছার আলী প্রমুখ। স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি

কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান এবং কবি হুমায়ুন কবীর। চিরায়ত সাহিত্য থেকে কবিতা পাঠ করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল।

অনুভূতি ব্যক্ত করেন ডা. হেদায়েত উল্লাহ এবং মিনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খেজুর রস

পথের ধারে উঠছে বেড়ে
ছোট্ট খেজুর গাছ,
সেই গাছেতে আবুল চাচা
করছে রসের চাষ।
বিকাল বেলায় গাছে উঠে কেটে বসায় হাড়ি,
সকাল বেলা উঠে নামায় পাঠায় যে রস বাড়ি।
এ রস দিয়ে মায়ে আমার বানায় সিন্নি মিঠা,
কখনো বা নানান রকম
মজার মজার পিঠা।
শীতের দিনে মন ভরেছে খেজুর রসের গুণে,
পাখপাখালি তাদের মনে খুশি যায় যে বুনে।

আর কত অপেক্ষা

দীর্ঘ বায়ান্ন বছর ধরে পথ চেয়ে বসে থাকি; কেউ এলে দৌড়ে গিয়ে জানতে চাই তার কাছে, পিপাসিত হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাতে পারবে কী? যার অপেক্ষায় আছি, দুচোখ ভরা অশ্রু ঝরছে! লোকে বলে স্বাধীনতা পাইছি,স্বাধীন হইছে দেশ আমার খোকা আসেনি ফিরে! কোথায় রইল সে? গমের আটায় রুটি বানিয়ে রাখছি শিঁকায় বেশ; গরম গরম খাবি জলদি বাড়ি আয়, হাউসে!

আমার পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে আটা নেই!
নাতি নাতনি বউ কী খাবে? শরীরও ভালো নয়
ঘরের চালের পঁচে গেছে খড়! জল ঝরে সেই!
তুই নাকি আসবে না? অনেকেই এমন কথা কয়!
তুই না এলে,আমাদের কী হবে রে? দুঃখের সংসার!

মেহেরপুরে সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তনে “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর”এর আয়োজনে সংগঠনের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা “স্রোত” এর ১৮৮তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলহাজ¦ অ্যাড.আনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ

প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বি.এম.এ-এর মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ডাঃ এম এ বাশার, কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক ড. গাজী রহমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল-আমিন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর”এর সহ-সভাপতি রফিকুল আলম,”ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর”এর অন্যতম সদস্য সাংস্কৃতিক কর্মী রওশন আলী মনা,সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ,কবি বাশরী মোহন দাস প্রমুখ।

২য় পর্বে কবিতা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহন করেন কবি বাশরী মোহন দাস, জয়নুল ইসলাম রাজু,আবু লায়েছ লাবলু, নিলুফার বানু, নূর আলম, এস. এম. এ. মান্নান, মুহম্মদ মহসীন, ফাতেমা ফিরোজ, আবুল হাসেম, শফিকুর রহমান সেন্টু, শহিদুল ইসলাম কানন, রফিকুল ইসলাম,লিয়াকত হোসেন,মহিবুল ইসলাম,মাহফুজুর রহমান প্রমুখ। সংগঠনের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন”ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ। অনুষ্ঠানে কবি সহিত্যিক সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।